বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিবেদন

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

দিলীপ কুমার সরকার

প্রতিবেদন প্রণয়নে

নেসার আমিন

সহযোগিতায়

শামীমা আক্তার মুক্তা

সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১৯

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়: হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্স: +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫; **ই-মেইল:** shujan.info@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.shujan.org ও www.votebd.org; **ফেসবুক:** facebook.com/shujan.bd

সূচিপত্র

- **প্রারম্ভিক কথা**

- **বরিশাল সিটি করপোরেশন পরিচিতি**
  - ইতিহাস ও পরিচিতি
  - বরিশাল সিটি করপোরেশন: পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহের তথ্য

- **বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: নির্বাচন পূর্ব চিত্র**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - একনজরে বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
  - ২০১৩ ও ২০১৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী
  - মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা
  - একনজরে বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮

- **নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
  - নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

- **নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য**
  - নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

- **নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ**
  - মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)

- **নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
  - নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - পর্যবেক্ষক সংস্থার মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া
  - 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন

- **নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**

- **শেষকথা**

প্রারম্ভিক কথা

সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের মহানগরগুলোর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রশাসনিক একক। বাংলাদেশে নবঘোষিত ময়মনসিংহ-সহ সর্বমোট ১২টি সিটি করপোরেশন রয়েছে, এরমধ্যে বরিশাল সিটি করপোরেশন অন্যতম। গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই সিটি করপোরেশনের পঞ্চম নির্বাচন। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ২৫ জুলাই সালে বরিশাল সিটি করপোরেশন গঠিত এবং এর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের ২০ মার্চ।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় সব নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও 'সুজন' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে 'ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সহায়তায় এবং আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিচালিত 'স্ট্রেংদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ' প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হয়।

বর্তমান প্রতিবেদনে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী, নির্বাচনের সার্বিক একটি মূল্যায়ন এবং নির্বাচনকে ঘিরে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির উকেণশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ভবিষ্যতে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

বরিশাল সিটি করপোরেশনঃ ইতিহাস ও পরিচিতি

ইতিহাস ও পরিচিতি

বরিশাল সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের অন্যতম মহানগরী বরিশাল এর স্থানীয় সরকার সংস্থা। ১৮৬৯ সালে বরিশাল টাউন কমিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৭৬ সালে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটিতে উন্নীত হয়। ১৯৮৫ সালে একে একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে 'বরিশাল সিটি করপোরেশন (সংশোধন) আইন ২০০২' এর মাধ্যমে পৌরসভাকে বরিশাল সিটি করপোরেশনে উন্নীত হয়। বর্তমানে বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ ও আয়তন ৫৮ বর্গকিলোমিটার। বর্তমানে ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত সিটি করপোরেশনে ৩০ জন সাধারণ আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ১০ জন সংরক্ষিত আসনে মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ৩০টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

ইতিহাসঃ ব্রিটিশ সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বরিশাল শহরে ১৮৬৯ সালে 'বরিশাল টাউন কমিটি' নামে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করে, যা টাউন কমিটি অ্যাক্ট VI, ১৮৬৮ দ্বারা বাস্তবায়িত হয় ও পদাধিকার বলে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পরবর্তীকালের ডেপুটি কমিশনারগণ তার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। সে অনুযায়ী তৎকালীন জেলা প্রশাসক জে.সি. প্রাইজ টাউন কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৮৭৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট দ্বারা বরিশাল শহরকে মিউনিসিপ্যালিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন ভাইস চেয়ারম্যান ও ১৫ জন কমিশনার দ্বারা মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনারদের মধ্যে ১০ জন নির্বাচিত, ৪ জন মনোনীত ও ১ জন প্রাক্তন কর্মকর্তা। জনসাধারণের মধ্যে থেকে প্যারীলাল রায় ছিলেন বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান। সেসময় বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন ছিল সাত বর্গমাইল (১৮.১৩ বর্গ কিলোমিটার) ও জনসংখ্যা ছিল ১২,৫০১ জন। প্রতিষ্ঠাকালে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড ছিল ২টি, পাকিস্তান আমলে বাড়িয়ে দশ ওয়ার্ড করা হয় ও শহরের আয়তন হয় ২০ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা প্রায় ১ লাখ। বাংলাদেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এ মিউনিসিপ্যালিটির ১০টি ইউনিয়নের নির্বাচিত মেম্বারদের ভোটে একজন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পৌরসভার আয়তন বাড়িয়ে ২৫ বর্গকিলোমিটার করা হয়।

১৯৮৫ সালে বরিশাল পৌরসভাকে প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সিটি করপোরেশন স্থাপনকল্পে '*বরিশাল সিটি করপোরেশন আইন, ২০০১*' প্রণীত হয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উকেণশ্য পূরণকল্পে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বরিশাল সিটি করপোরেশন এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন ২০০২ সালে সংশোধিত হয়ে 'বরিশাল সিটি করপোরেশন (সংশোধন) আইন ২০০২' প্রণীত হয় ও ২৫ জুলাই ২০০২ আনুষ্ঠানিকভাবে বরিশাল সিটি করপোরেশনে উন্নীত হয়। ২৫ বর্গকিলোমিটার থেকে বর্ধিত হয়ে এর আয়তন দাঁড়ায় ৫৮ বর্গকিলোমিটারে।

প্রশাসনিক অবকাঠামোঃ বরিশাল সিটি করপোরেশন ৩টি থানা, ৩০টি ওয়ার্ড ও ২২৫টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। ৩০টি ওয়ার্ডে ৩০ জন সাধারণ আসনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ১০ জন সংরক্ষিত আসনে মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ৩০টি ওয়ার্ডের মধ্য থেকে মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

ভৌগোলিক সীমানাঃ বরিশাল সিটি করপোরেশন অধিভুক্ত নগর এলাকার আয়তন ৫৮ বর্গ কিলোমিটার এবং এর অবস্থান ২২°৩৮' থেকে ২২°৪৫' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°১৮' থেকে ৯০°২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এর উত্তরে কাউনিয়া ও এয়ারপোর্ট থানা, দক্ষিণে বন্দর থানা এবং নলছিটি ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কাউনিয়া ও বন্দর থানা, পশ্চিমে এয়ারপোর্ট ও কোতোয়ালী থানা এবং নলছিটি উপজেলা।

পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহের তথ্য

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৩

বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের ২০ মার্চ। ওই নির্বাচনে মেয়র পদে নয়জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিএনপি থেকে মেয়র প্রার্থী হন মজিবর রহমান সরোয়ার। বিদ্রোহী প্রার্থী হন তৎকালীন নগর বিএনপি সভাপতি আহসান হাবীব কামাল ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবায়েদুল হক চান। আর আওয়ামী লীগের সমর্থনে নাগরিক পরিষদ থেকে মেয়র প্রার্থী হন অ্যাডভোকেট এনায়েত পীর খান।

৪২ হাজার ৬২১ ভোট পেয়ে মজিবর রহমান সরোয়ার বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রার্থী এনায়েত পীর খান পান ৩২ হাজার ৬৫৫ ভোট।

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৫০ জন। নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ১ লাখ ১৩ হাজার ৮৩৭, এর মধ্যে বাতিল ভোট ১ হাজার ৯২১টি, আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৯১৬টি। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৬৯.০১। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ৯০টি।

একনজরে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৩			
ক্রম	**প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)**	**প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)**	**প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার**
১.	মজিবর রহমান সরোয়ার	৪২,৬২১	২৫.৮৩
২.	অ্যাডভোকেট এনায়েত পীর খান	৩২,৬৫৫	১৯.৭৯
৩.	আব্দুল মজিদ মুন্সী (অ্যাডভোকেট)	১,৭২০	১.০৪
৪.	দেয়ান ফখরুল আলম	১৯৫	০.১১
৫.	মো. আলতাফ হোসাঈন ভাট্টি	২১৬	০.১৩
৬.	আহসান হাবীব কামাল	২০,২৪৮	১২.২৭
৭.	মো. ইকবাল খান জাহিদ	২১৫	০.১৩
৮.	এস এ বি সালাউকণীন আহমেদ	১৩০	০.০৭
৯.	এবায়েদুল হক চান	১৩,৮৫৬	৮.৪০
মোট ভোটার			১,৬৪,৯৫০
প্রদত্ত ভোট			১,১৩,৮৩৭
বাতিল ভোট			১,৯২১
বৈধ ভোট			১,১১,৯১৬
প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার			৬৯.০১

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৮

বরিশাল সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ৪ আগস্ট। মোট ১০ জন প্রার্থী মেয়র পদে, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ১৪৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনে মহিলা কাউন্সিলর পদে ৩৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৯৩ জন। নির্বাচনে ভোটার ছিল ১ লাখ ৯২ হাজার ৪৩।

তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিএনপি ওই নির্বাচন বর্জন করে। বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নিলেও এ দলের নেতা আহসান হাবীব কামাল ও এবায়েদুল হক চান দ্বিতীয়বারের মত মেয়র প্রার্থী হন। আওয়ামী লীগ থেকে মেয়র পদে সমর্থন দেয়া হয় শওকত হোসেন হিরণকে। নির্বাচনে শওকত হোসেন হিরণ ৪৬ হাজার ৭৯৬ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০০৮			
ক্রম	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	শওকত হোসেন হিরণ	৪৬,৭৯৬	২৪.৩৬
২.	শরফুকিণন আহমদ ঝন্টু	৪৬,২০৮	২৪.০৬
৩.	আহসান হাবিব কামাল	২৬,৪১৬	১৩.৭৫
৪.	এবায়দুল হক চান	১৯,৬২৬	১০.২১
	মোট ভোটার		১,৯২,০৪৩

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩

১৫ জুন ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচন। নিবাচনে মেয়র পদে মোট তিন জন, সাধারণ ওয়ার্ডের ৩০টি আসনে ১১৬ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের ১০ আসনে ৪৫ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন (সর্বমোট ১৯৯ জন)।

নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ২ লাখ ১০ হাজার ৮৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ সাত হাজার ৬২৫ জন ও নারী ভোটার এক লাখ তিন হাজার ২২৪ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ১০০টি। নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা ১লাখ ৫৫ হাজার ১৩১টি (৭৩.৫৮%), এরমধ্যে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজার ৩২৯, আর বাতিল ভোটের সংখ্যা ২ হাজার ৮০২টি।
নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী আহসান হাবীব কামাল আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী শওকত হোসেন হিরণকে ১৭ হাজার ১০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হন।

এক নজরে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২০১৩			
ক্রম	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	আহসান হাবীব কামাল	৮৩,৭৫১	৩৯.৭২
২.	শওকত হোসেন হিরণ	৬৬,৭৭১	৩১.৬৬
৩.	মাহমুদুল হক খান মামুন	১,৮০৭	০.৮৫
মোট ভোটার			২,১০,৮৪৯
প্রদত্ত ভোট			১,৫৫,১৩১
বাতিল ভোট			২,৮০২
বৈধ ভোট			১,৫২,৩২৯
প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার			৭৩.৫৮

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

নির্বাচন পূর্ব চিত্র

নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ৩০ জুলাই ২০১৮, অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮। তফসিল অনুযায়ী গত ২৮ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল; ১ ও ২ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই; ৯ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাকণ ১০ জুলাই ২০১৮ সম্পন্ন হয়।

প্রার্থী সংখ্যা: বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৮ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১৪ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ১৬০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্তভাবে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৯৪ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন; সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন ছাড়াও মেয়র পদে মনীষা চক্রবর্ত্তী-সহ ৩নং ওয়ার্ড থেকে হালিমা বেগম নামের একজন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বরিশাল সিটি নির্বাচনে সর্বমোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭ জনে।

প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ১ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন ১৫নং ওয়ার্ডের লিয়াকত হোসেন খান, ১৬নং ওয়ার্ডের মো. মোশারেফ আলী খান এবং ১৯নং ওয়ার্ডের গাজী নাঈমুল হোসেন লিটু। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন ৪নং ওয়ার্ডের আয়শা তৌহিদ লুনা।

মেয়র প্রার্থী: নির্বাচনে মেয়র পদে সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমান সরোয়ার, জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল হোসেন তাপস, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহাবুব, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী, সিপিবি প্রার্থী এ কে আজাদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু।

ভোটার ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য: বরিশাল সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা: ২ লাখ ৪২ হাজার ১৬৬ জন; পুরুষ ভোটার: ১ লাখ ২১ হাজার ৪৩৬ জন এবং নারী ভোটার: ১ লাখ ২০ হাজার ৭৩০ জন। মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৩০টি। মোট ভোটকেন্দ্র ১২৩টি। ভোটকক্ষ হাজার ৭৫০টি।

১২৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১১টি কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেয়া হয়। ১১টি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ২৪ হাজার ৮০৬ জন্য। কেন্দ্রগুলো হলো: ১২নং ওয়ার্ডের কিশোর মজলিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নুরিয়া আইডিয়াল স্কুল, ২০নং ওয়ার্ডের আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিএম কলেজের কলা বিভাগ কেন্দ্র ও বিএম কলেজের বাণিজ্য বিভাগ কেন্দ্র, ২১নং ওয়ার্ডের সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, সৈয়দ আবদুল মান্নান ডিডিএফ মাদাসার দুটি কেন্দ্র এবং ২৮নং ওয়ার্ডের দারুস সালাম কাশীপুর নেছারিয়া দারুল উলুম মাদরাসা, নবজাগরণী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চহুৎপুর এলেমউকিণন শরীফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উল্লেখ্য, বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বন্ধঘোষিত একটি ও আটটি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বাতিলের প্রেক্ষিতে ১৩ অক্টোবর ২০১৮ পুনরায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব কেন্দ্রে সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হয়।

দায়িত্বরত ও ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা: মো. মুজিবুর রহমান বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১২৩টি কেন্দ্রে ১২৩ জন প্রিজাইডিং অফিসার ও ৭৫০ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণের দায়িত্ব পালন করেন।

নিরাপত্তাঃ বরিশাল সিটি নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ১৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়। এর পাশাপাশি পুলিশ ২ হাজারের অধিক, র‍্যাব সদস্য ৩ শতাধিক এবং আনসার ছিল ২ হাজারেরও বেশি। এছাড়াও নির্বাচন চলাকালীন ৫৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ১০ জন জুডিশিয়াল হাকিম দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

একনজরে বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮	
নির্বাচনের তারিখ	৩০ জুলাই ২০১৮
মোট প্রার্থীর সংখ্যা	১৩৬ জন
মেয়র পদে প্রার্থীর সংখ্যা	৭ জন
কাউন্সিলর পদে প্রার্থীর সংখ্যা	৯৪ জন
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	৩৫ জন
ওয়ার্ড সংখ্যা	৩০টি
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	১২৩টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ১,২১,৪৩৬ জন নারী: ১,২০,৭৩০ জন মোট: ২,৪২,১৬৬ জন
ভোটকক্ষ	৭৫০টি
মোট প্রদত্ত ভোট (মেয়র পদে)	১,৪২,৭৮৫
বৈধ ভোট (মেয়র পদে)	১,৩৯,০৩৬
বাতিল ভোট (মেয়র পদে)	৩,৭৪৯
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার (মেয়র পদে)	৬৪.০০
মেয়র পদে বিজয়ী প্রার্থীর নাম	সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ্ (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৯৪ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন; সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সিটি করপোরেশন আইন অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দাখিল করেন। নির্বাচনের পূর্বে 'সুজন'-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তথ্যের বিশ্লেষণগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পেয়েছেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

নিম্নে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%
ওয়ার্ড কাউন্সিলর	৩৩ ৩৫.১০%	১৭ ১৮.০৮%	২০ ২১.১৭%	১৪ ১৪.৮৯%	৯ ৯.৫৭%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%
মহিলা কাউন্সিলর	১৬ ৪৫.৭১%	৯ ২৫.৭১%	২ ৫.৭১%	৫ ১৪.২৮%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	৩৫ ১০০%
মোট	৫০ ৩৬.৭৬%	২৭ ১৯.৮৫%	২২ ১৬.১৭%	২৩ ১৬.৯১%	১৩ ৯.৫৫%	১ ০.৭৩%	১৩৬ ১০০%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৪ জনের (৫৭.১৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক, ১ জনের এসএসসি (১৪.২৮%) এবং ১ জন (১৪.২৮%) স্বশিক্ষিত। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব (দাওরা হাদীস)। স্নাতক ডিগ্রিধারীরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ার (এলএলবি), জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেন (বিএসসি), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ (বিএ; এলএলবি) এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী (এমবিবিএস)। অপর দুইজনের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু এসএসসি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ স্বশিক্ষিত।

- মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৩ জনের (৩৫.১০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ১৭ জনের (১৮.০৮%) এসএসসি এবং ২০ (২১.১৭%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪ (১৪.৮৯%) ও ৯ জন (৯.৫৭%)। ১ জন (১.০৬%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। এ ধরনের তথ্য গোপন নির্বাচনী আইন অমান্য করার শামিল, যার জন্য মনোনয়নও বাতিলযোগ্য।

- মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসির কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬ জন (৪৫.৭১%), ৯ জনের (২৫.৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২ জনের (৫.৭১%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫ জন (১৪.২৮%) ও ৩ জন (৮.৫৭%)।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৭ জন বা ৫৬.৬১%-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩৬ জন (২৬.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৬.৭৬% (৫০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে একজন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাঁকে-সহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৭.৫০% (৫১ জন)।

মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই (৭১.৪২%) উচ্চশিক্ষিত হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৪ ৪.২৫%	৬৯ ৭৩.৪০%	২ ২.১২%	৩ ৩.১৯%	১ ১.০৬%	৬ ৬.৩৮%	৯ ৯.৫৭%	৯৪ ১০০%
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	৯ ২৫.৭১%	৩৫ ১০০%
মোট	৪ ২.৯৪%	৭৯ ৫৮.০৮%	২ ১.৪৭%	৪ ২.৯৪%	১৯ ১৩.৯৭%	৮ ৫.৮৮%	২০ ১৪.৭০%	১৩৬ ১০০%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৫%) ব্যবসায়ী, ১ জন (১৪.২৮%) আইনজীবী, ১ জন (১৪.২৮%) চিকিৎসক এবং ১ জন (১৪.২৮%) চাকরিজীবী। ২ জন (২৮.৫৭%) পেশার ঘর পুরণ করেননি। ব্যবসা পেশার সাথে যুক্ত ৩ জন প্রার্থী হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ার ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ আইনজীবী এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী চিকিৎসক। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু পেশার ঘর পুরণ করেননি। ওবাইদুর রহমান মাহাবুব পেশার ঘর পূরণ না করলেও আয়ের ঘরে শিক্ষকতা থেকে আয় দেখিয়েছেন।
- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭৩.৪০% (৬৯ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ৪ জন (৪.২৫%) করে। আইনজীবী রয়েছেন ৩ জন (৩.১৯%)। ৯ জন (৯.৫৭%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগই (১৮ জন বা ৫১.৪২%) গৃহিণী; পেশার ঘর পূরণ না করা ৯ জনকে সহ হিসাব করলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ (৭৭.১৪%)। ৭ জন (২০%) রয়েছেন ব্যবসার সাথে যুক্ত।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৮.৮০% ভাগই (৭৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ১৯ জন (১৩.৯৭%) প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত বরিশালেও সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে ব্যবসায়ীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনো দোষের কিছু নয়, যদিও নির্বাচিত পদে ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ীদের আধিক্য অন্য পেশার প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক নয়।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩০ ৩১.৯১%	৪৬ ৪৮.৯৩%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	১৯ ২০.২১%	০ ০%	৯৪ ১০০%	

মহিলা কাউন্সিলর	৪ ১১.৪২%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	২ ৫.৭১%	০ ০%	৩৫ ১০০%	
মোট	৩৭ ২৭.২০%	৫০ ৩৬.৭৬%	১ ০.৭৩%	১১ ৮.০৮%	২২ ১৬.১৭%	১ ০.৭৩%	১৩৬ ১০০%	

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৩ জন (৪২.৮৫%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ারের বিরুদ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ১টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে ৬টি মামলা ছিল; যার মধ্যে ২টি ৩০২ ধারার মামলা। এই মামলা দুটি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেন ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি করে মামলা রয়েছে। অন্যান্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই বা অতীতে ছিল না।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জনের (৩১.৯১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৬ জনের (৪৮.৯৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৯ জনের (২০.২১%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় কারো বর্তমানে কোনো মামলা না থাকলেও ১০ জনের (১০.৬৩%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (১১.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৩ জনের (৮.৫৭%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ২ জনের (৫.৭১%) বিরুদ্ধে।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনের (২৭.২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫০ জনের (৩৬.৭৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২২ জনের (১৬.১৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (০.৭৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১১ জনের বিরুদ্ধে (৮.০৮%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল ১ জনের (০.৭৩%) বিরুদ্ধে।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী
মেয়র	০ ০%০%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	১৩ ১৩.৮২%	৪১ ৪৩.৬১%	২৩ ২৪.৪৬%	৫ ৫.৩১%	২ ২.১২%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	৯৪ ১০০%
মহিলা কাউন্সিলর	৮ ২২.৮৫%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ২২.৮৫%	৩৫ ১০০%
মোট	২১ ১৫.৪৪%	৬২ ৪৫.৫৮%	২৫ ১৮.৩৮%	৬ ৪.৪১%	৩ ২.২০%	০ ০%	১৯ ১৩.৯৭%	১৩৬ ১০০%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) বার্ষিক আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ১ জনের (১৪.২৮%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (১৪.২৮%) আয় ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের (১৪.২৮%) আয় ৫০ লক্ষ থেকে কোটি টাকার মধ্যে। একজন আয়ের ঘর পূরণ করেননি। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে বছরে সর্বোচ্চ ৫৪,৮৮,৪৮৫ টাকা আয় করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৮,৭০,৯৮৮ টাকা আয় করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ বছরে ৮,৩১,৪০০ টাকা আয় করেন।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫৪ জনই (৫৭.৪৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২৩ জন (২৪.৪৬%), ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেন ৫ জন (৫.৩১%) এবং ৫০ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন ২ জন (২.১২%)। বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থীরা হচ্ছেন ২১নং ওয়ার্ডের শেখ সাঈদ আহম্মেদ ও ২০নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান। তাঁরা বছরে যথাক্রমে ৮০,৮২,৭৬০ টাকা ও ৭০,২৯,৯২৩ টাকা আয় করেন। ১০ জন (১০.৬৩%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জনের (৭৪.২৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (২.৮৫%)। ৮ জন (২২.৮৫%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮৩ জনের (৬১.০২%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ১৯ জনকে (১৩.৯৭%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৭৫% (১০২ জন)। বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তিন চতুর্থাংশই স্বল্প আয়ের।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৪২ ৪৪.৬৮%	২৪ ২৫.৫৩%	৬ ৬.৩৮%	৬ ৬.৩৮%	৫ ৫.৩১%	৪ ৪.২৫%	৭ ৭.৪৪%	৯৪ ১০০%
মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৭১.৪২%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৮.৫৭%	৩৫ ১০০%
মোট	৬৮ ৫০%	৩৪ ২৫%	৬ ৪.৪১%	৬ ৪.৪১%	৬ ৪.৪১%	৫ ৩.৬৭%	১১ ৮.০৮%	১৩৬ ১০০%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (১৪.২৮%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে; ৩ জনের (৪২.৮৫%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেননি। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ারের। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ১২ হাজার ৯২৬ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৩০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেনের।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশই (৪২ জন অথবা ৪৪.৬৮%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ৩০ জনের (৩১.৯১%) এবং ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৬ জনের (৬.৩৮%)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৯ জন (৯.৫৭%)। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ১৮ নং ওয়ার্ডের মীর এ কে এম জাহিদুল কবির। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪০০ টাকা। ৭ জন (৭.৪৪%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ১০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জনের (৭১.৪২%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষাধিক টাকার সম্পদ রয়েছে ৭ জনের (২০%%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৩ জন (৮.৫৭%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৮ জনই (৫০.৫০%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১১ জন (৮.০৮%) প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯ জন (৫৮.০৮%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১১ জন (৮.০৮%)।

উল্লেখ্য, প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য নয়; বরং অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সাড়া মেলেনি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	০ ০%
কাউন্সিলর	১ ১.০৬%	১১ ১১.৭০%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	২ ২.১২%	০ ০%	৯৪ ১০০%	**১৬ ১৭.০২%**
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	০ ০%
মোট	১ ০.৭৩%	১১ ৮.০৮%	১ ০.৭৩%	১ ০.৭৩%	২ ১.৪৭%	০ ০%	**১৩৬ ১০০%**	**১৬ ১১.৭৬%**

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে কেউই ঋণগ্রহীতা নন।
- বরিশাল সিটি করপোরেশনের মোট ৩০ টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬ জন (১৭.০২%) ঋণগ্রহীতা।
- সংরক্ষিত আসনের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যেও কোনো ঋণগ্রহীতা নেই।
- সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৬ জন (১১.৭৬%)। তাঁরা সকলেই ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।
- মোট ১৬ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন মাত্র ২ জন (১২.৫০%)। তারা হলেন ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী আলতাফ মাহমুদ (৫ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা) এবং ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী সৈয়দ জামাল হোসেন নোমান (৪ কোটি ২৯ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৩২ টাকা)।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%	৬ ৮৫.৭১%
কাউন্সিলর	১৮ ১৯.১৪%	৩ ৩.১৯%	৯ ৯.৫৭%	২ ২.১২%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%	৩৫ ৩৭.২৩%

মহিলা কাউন্সিলর	৫ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	৫ ১৪.২৮%
মোট	২৬ ১৯.১১%	৩ ২.২০%	৯ ৬.৬১%	২ ১.৪৭%	২ ১.৪৭%	১ ০.৭৩%	৩ ২.২০%	১৩৬ ১০০%	৪৬ ৩৩.৮২%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৬ জনই (৮৫.৭১%) করের আওতায় পড়েছেন। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বশেষ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১১,৩৮,২৫৯ কর প্রদান করেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. ইকবাল হোসেন। এছাড়াও ৩,২২,৬৭৩ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ; ১,৫৩,১৯৪ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মো. মজিবর রহমান সরওয়ার; ৪,৫৬০.০০ টাকা কর দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব; ৪,০০০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ; ৩,০৫০.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী। স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু করের আওতায় পড়েননি।

- মোট ৩০টি সাধারণ ওয়ার্ডের ৯৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জন (৩৭.২৩%) আয়কর প্রদানকারী। এই ৩৫ জনের মধ্যে ১৮ জন (৫১.৪২%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৩ জন (৮.৫৭%) লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেছেন ২ জন (৫.৭১%)। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ২৭নং ওয়ার্ডের মো. নূরুল ইসলাম (প্রদত্ত করঃ ৬,৮৫,৩২৫ টাকা) এবং ২০নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান (প্রদত্ত করঃ ১৬,৬৮,৯৭৭ টাকা)।

- সংরক্ষিত আসনের ৩৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ৫ জন (১৪.২৮%) আয়কর প্রদানকারী। এরা সকলেই কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম।

- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৩৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৪৬ জন (২৭.১৮%) কর প্রদানকারী। এই ৫৯ জনের মধ্যে ৩০ জনই (৫০.৮৪%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকা বা তার কম কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধ্যে ৩ জনই (৫০%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম। প্রসঙ্গত, যাঁরা শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাঁদের মনোনয়নপত্র ছিল অসম্পূর্ণ এবং বাতিলযোগ্য।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র পদে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী এবং সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে (৩নং ওয়ার্ড) হালিমা বেগম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৫ জন-সহ সবমিলিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৩৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে মেয়র ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুইজন নারীর কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি।

মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত প্রায় সব সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পূর্বেই মেয়র প্রার্থীরা নগরকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশা এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার জন্য নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। নিম্নে বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব সাদিক আবদুল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত কোনো নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জনগণের চাওয়া এবং চাহিদাই তাঁর ইশতেহার।' ইশতেহার ঘোষণা না করার কারণ হিসেবে সাদিক বলেন, বিগত দিনে যারা ইশতেহার ঘোষণা করেছেন, তারা তাদের কোনো ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তাই যে ইশতেহার বাস্তবায়নযোগ্য নয়, যে ইশতেহার শুধুই কাগুজে, সেই ইশতেহার ঘোষণা না করাই শ্রেয় বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে।

মজিবর রহমান সরোয়ার

১৮ জুলাই ২০১৮ বরিশাল মহানগরীতে দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদনের মাধ্যমে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব মজিবর রহমান সরোয়ার।

তাঁর ২৮ দফা ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে: জলাবদ্ধতা দূরীকরণে পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, খালগুলো অবৈধ দখলমুক্ত করে পুনঃখনন, নদী-খাল সচল রেখেই নগরীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা, বাইপাস সড়ক ও শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, নগরীকে পর্যায়ক্রমে ফ্রি ওয়াইফাই জোনের আওতায় আনা, নগরীকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করা এবং মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী নগরীর উন্নয়নে বর্ধিত এলাকাকে মূল অংশের সাথে সম্পৃক্তকরণ।

জনাব সরোয়ার সাংবাদিকদের কাছে ঘোষিত ইশতেহার যুগোপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য বলে দাবি করেন। বিগত দিনে সিটি মেয়র এবং এমপি থাকাকালে বরিশাল নগরীর ব্যাপক উন্নয়ন করার কারণে জনগণ এই ইশতেহার বিশ্বাস করবেন এবং তাঁকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

ইকবাল হোসেন তাপস

১৪ জুলাই ২০১৮, এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ২৪ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী জনাব ইকবাল হোসেন তাপস। ইশতেহারে তিনি বরিশাল সিটি করপোরেশনকে সব ধরনের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত করার অঙ্গীকার করার ঘোষণা দেন। এছাড়াও ইশতেহারে বরিশালের ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণ করে নান্দনিক সিটি গড়ে তোলা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকরণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা, প্রত্যেক ওয়ার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা, খেলার মাঠ বাড়ানো, জেল খালসহ সব খাল সংস্কার করা, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, নদীর পাড়ে আধুনিক পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ করা, শিক্ষার মানোন্নয়ন, ভোলার গ্যাস বরিশালে আনা, কর্মজীবী নারীদের আবাসস্থল নির্মাণ করার কথা উল্লেখ করা হয়।

ইশতেহার ঘোষণাকালে জনাব তাপস বলেন, 'ইশতেহার নয়, এগুলো আমার নির্বাচনী অঙ্গীকারনামা। যা বরিশাল মহানগরকে নিয়ে আমার স্বপ্ন। আমি বরিশাল সিটি করপোরেশনের একজন বাসিন্দা। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ সবসময় আমাকে তাড়িত করে। যখন দেখি মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে, তখনই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমি বরিশালকে একটি উন্নত নগরীতে পরিণত করতে চাই, বদলে দিতে চাই রাজনীতিবিদদের ওপর মানুষের বিরুপ ধারণা।'

মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহাবুব

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহাবুব ১৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘাষণা করেছেন। ১০ জুলাই ২০১৮, বরিশাল মহানগরের এক রেস্তোরাঁয় এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন।

মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহাবুব-এর নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো নগরে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা, সব সড়ক ও লেন পর্যায়ক্রমে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা, সিটি করপোরেশনের সব কার্যক্রম আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অপরাধীদের কঠোর হাতে দমনের চেষ্টা করা, ভোলা থেকে বরিশাল নগরে গ্যাস সংযোগ দিতে উদ্যোগ নেয়া, পয়ঃনিষ্কাষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারসহ ২৪ ঘণ্টা সুপেয় পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

মনীষা চক্রবর্ত্তী

২৪ জুলাই ২০১৮, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) প্রার্থী ডাক্তার মনীষা চক্রবর্ত্তী বরিশাল মহানগরীর অশ্বিনী কুমার হলে তাঁর ১৪ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। ঘোষিত ইশতেহারে রয়েছে কাউন্সিলরদের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনে নগর কাউন্সিল গঠন করা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক সিটি করপোরেশন গড়া, নগরবাসীর জীবন-মান উন্নয়ন করা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-অটোরিকশা চলাচলের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া, সরকার-প্রশাসনের অসহযোগিতায় বা চাপে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে পদত্যাগ করে জনগণের মতামতের ওপর করণীয় নির্ধারণ করা। ইশতেহার ঘোষণাকালে জনাব মনীষা বলেন, 'আমি নির্বাচিত হলে বিসিসি হবে লুটপাট-দুর্নীতিমুক্ত, অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সিটি করপোরেশন।'

এ কে আজাদ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী জনাব এ কে আজাদ-এর নির্বাচনী ইশতেহার সংগ্রহ করা যায়নি এবং গণমাধ্যমেও পাওয়া যায়নি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী বশীর আহমেদ ঝুনু

১৪ জুলাই ২০১৮, এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ৩১ দফার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব বশীর আহমেদ ঝুনু। ইশতেহারে জনাব ঝুনুর উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল পুনঃখনন করে পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনা, নগরীতে ৪টি হকার্স মার্কেট নির্মাণ, অটো-ভ্যান-রিকশাচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সকল কাঁচাবাজার ফরমালিনমুক্ত করা, বিনোদনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের পার্ক নির্মাণ, উন্নতমানের ডাস্টবিন নির্মাণ, কীর্তনখোলায় বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ভোলার গ্যাস বরিশালে এনে শিল্প কারখানা স্থাপন।

উল্লেখ্য, দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে মেয়র প্রার্থী হওয়ায় জনাব বশীর আহমেদ ঝুনুকে বরিশাল সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি-সহ সকল পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক সচিব সুনীল শুভ রায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ বহিষ্কারাদেশ দিয়েছেন।

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্যঃ

নির্বাচনের দিনের চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের আলোকে)

'প্রথম আলো' ও 'বিবিসি বাংলা' ও 'যুগান্তর'-এর (৩০ ও ৩১ জুলাই ২০১৮) প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নে নির্বাচনের দিনের চিত্র তুলে ধরা হলো (প্রতিবেদনগুলো ইষৎ সংক্ষেপিত):

'প্রথম আলো'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

৩১ জুলাই ২০১৮, প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম ছিল 'ব্যর্থতার বৃত্তেই নির্বাচন কমিশন'। এতে বলা হয়: 'তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী কাণ্ড করল। ...সিইসি হুদা কিংবা তাঁর কোনো সহযোগী কমিশনার নির্বাচনের দিন কোনো নির্বাচনী এলাকায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি বা সাহস পাননি। নির্বাচনের আগে শুধু বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে তাঁরা তিন সিটিতে যেন আনন্দভ্রমণ করে এসেছেন। ... সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল। সেখানে প্রায় সব কেন্দ্রে ভোর থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে দখলদারি শুরু হয়। পরিস্থিতি নাজুক দেখে বিএনপির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারের সঙ্গে বাসদ, ইসলামী আন্দোলন, সিপিবির প্রার্থীও ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। সর্বশেষ ফলাফলে দেখা যায়, বিএনপির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারের চেয়ে আট গুণ বেশি ভোট পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ। তথ্য বলে, ১৯৭৩ সালের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বরিশাল কোনো নির্বাচনেই সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জিততে পারেননি। এমনকি ২০০৮ সালের নির্বাচনে সারা দেশে বিএনপির ভরাডুবি ঘটলেও মজিবর রহমান সরোয়ার আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন। এবার তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর ১ লাখ ৭ হাজার ভোটের বিপরীতে ১৩ হাজার ভোট পেয়েছেন। সেখানে এত ভৌতিক ভোট আসার কিছু চিত্র গণমাধ্যমে এসেছে।'

'বরিশালে দুপুরেই ভোট শেষ' শিরোনামে প্রকাশিত *প্রথম আলোর* আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়: 'সকাল থেকেই সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর প্রতিপক্ষ প্রার্থীদের এজেন্টদের বের করে দিয়ে নৌকায় সিল মারার অভিযোগ আসতে থাকে। দুপুরের আগেই ভোট শেষ। ভোট কারচুপির এমন কথা জানিয়ে গতকাল সোমবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যেই আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য পাঁচ মেয়র প্রার্থী ভোট বর্জন ও প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন। পাঁচ প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণার পর কার্যত ভোটার উপস্থিতি কমে যায়। বিএনপির মেয়র প্রার্থী মজিবুর রহমান সরোয়ার, বাসদের মনীষা চক্রবর্ত্তী ও ইসলামী আন্দোলনের ওবায়দুর রহমান কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেন। তাঁদের স্লোগান ছিল 'ভোট ডাকাতির নির্বাচন, মানি না, মানব না।'... বিএনপি ভোট বর্জন করলেও দলটির নেতা-কর্মীদের কোনো কেন্দ্রে দেখা যায়নি। কেন্দ্রের বাইরে ভোটার স্লিপ দেওয়ার জন্যও কার্যালয়ও ছিল না। ভোটের প্রচারেও পিছিয়ে ছিল নানাভাবে বিভক্ত দলটি। তবে ইসলামী আন্দোলন ও বাসদের কিছু কর্মীকে বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেছে। ... সকালে প্রায় সব কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু ভোটাররা অভিযোগ করেন, তাঁদের বুথে প্রবেশে অনেক দেরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে যাঁরা বুথে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তাঁরা বেরিয়ে অভিযোগ করেন, বুথের ভেতরে অবস্থান নেওয়া নেতা-কর্মীরা ব্যালট কেড়ে নিয়ে নিজেরাই নৌকায় সিল মারছেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেক কেন্দ্র থেকে ভোটারদের ভোট না দিয়ে ফিরে যেতে দেখা গেছে।'

'বিবিসি বাংলা'র প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

'যেভাবে হলো বরিশাল, বরিশাল আর সিলেটের সিটি করপোরেশন নির্বাচন' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে (৩০ জুলাই ২০১৮) বরিশাল, বরিশাল এবং সিলেট সিটি নির্বাচনকে মূল্যায়ন করে 'বিবিসি বাংলা'। প্রতিবেদনে বলা হয়: 'বাংলাদেশে অনিয়মের নানা অভিযোগ, ভোট বর্জন এবং বিক্ষিপ্ত গোলযোগের মধ্য দিয়ে বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট এই তিনটি সিটি করপোরেশনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোটকেন্দ্র দখল এবং কেন্দ্রে এজেন্ট থাকতে না দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে বরিশালে বিএনপির মেয়র প্রার্থীসহ মোট চারজন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেন।

তিনটি সিটি করপোরেশনেই বিরোধীরা কারচুপির নানান অভিযোগ তুললেও ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়েছে বলে দাবি করেছেন। রাজশাহী এবং সিলেটে বিরোধী দল বিএনপির প্রার্থীরা অনিয়মের নানা অভিযোগ তুললেও তারা শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে ছিলেন। কিন্তু বরিশালে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মজিবুর রহমান সরোয়ার ভোটের মাঝপথে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'প্রশাসনের সামনে যে ঘটনা ঘটলো, বরিশালবাসী যা প্রত্যক্ষ করলো, এরপর আমরা আর বসে থাকতে পারি না। এই নির্বাচনকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি'- বলেন মি. সরোয়ার। এরপর বরিশালের আরও তিনজন মেয়র প্রার্থী –

বাসদের মনীষা চক্রবর্ত্তী, ইসলামী আন্দোলনের ওবাইদুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন নির্বাচন বর্জন করেন। তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর একতরফা নির্বাচন হয়েছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকরা বলছেন।

কিন্তু সেখানে কী পরিস্থিতি হয়েছিল যে চারজন মেয়র প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেন? বরিশালের সাংবাদিক শাহিনা আজমিন বলছেন, 'ভালোভাবেই সবকিছু শুরু হয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই দেখা গেল ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না, প্রার্থীদের এজেন্টদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদেরকে বের করে দেওয়া হচ্ছে– এধরনের অভিযোগ আসতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে দুপুরের দিকে বিএনপির প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। তারপর ভোট কেন্দ্রগুলোতে আমরা নির্বাচনের পরিবেশ আর দেখিনি।'

'যুগান্তর'-এর প্রতিবেদনের আলোকে নির্বাচনের দিনের চিত্রঃ

৩১ জুলাই ২০১৮, 'সিলেটে ধানের শীষ এগিয়ে রাজশাহী বরিশালে নৌকা' শিরোনামে *যুগান্তর*-এর তিনি সিটিতে জাল ভোট, দখল, সহিংসতা, ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়: '... জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত তিন সিটি নির্বাচনে কমবেশি কারচুপি, কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট, ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়া, প্রার্থীকে মারধর, সহিংসতাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছেন বিএনপিসহ অন্য দলের প্রার্থী ও সংশ্লিষ্টরা। তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধেও পক্ষপাতের অভিযোগ আনেন। ভোটে অনিয়মের অভিযোগে বরিশাল সিটির ১২৩টি কেন্দ্রের মধ্যে একটিতে ভোট গ্রহণ বন্ধ এবং ১৫টি ভোট কেন্দ্রের ফল স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ... ভোট চলাকালে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি প্রায় সব প্রার্থী অনিয়মের অভিযোগ তোলেন। তাদের বড় অংশই এ নির্বাচন বর্জন করে পুনরায় নির্বাচন দাবি করেন। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বাদে বাকি পাঁচ মেয়র প্রার্থীই নির্বাচন বর্জন করে পুনর্নির্বাচন দাবি করেছেন। এ সিটি করপোরেশনে বাসদের মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীকে মারধরও করা হয়।'

' বরিশালে মাঠে ছিল না বিএনপি, ৪ প্রার্থীর ভোট বর্জন' শিরোনামে *যুগান্তর*-এর আরেক প্রতিবেদনে বলা হয়: 'বাসদের মেয়র প্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্তীর ওপর হামলা, বিএনপিসহ ৪ মেয়র প্রার্থীর ভোট বর্জন ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় বরিশাল সিটি করপোরেশনে সোমবার ভোট হয়েছে। এছাড়া লাঙ্গলের প্রার্থীর ভোট প্রত্যাখ্যান ও পুনর্নির্বাচন দাবি এবং বিক্ষোভ এবং ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। আ'লীগ ছাড়া অন্য সব দলের প্রার্থী একে প্রহসনের নির্বাচন বলেছেন। পুনর্নির্বাচনের দাবিতে কঠোর আন্দোলনের হুমকিও রয়েছে। ভোটের মাঠে দেখা যায়নি বিএনপির নেতাকর্মীদের। বিভিন্ন কেন্দ্রে পোলিং এজেন্ট বের করে দেয়া এবং নৌকা প্রতীকে সিল মারার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলনে করা হলেও নগরীর ১২৩টি ভোট কেন্দ্রের কোথাও এসব ঠেকাতে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তোলার নমুনা পাওয়া যায়নি। বড় অঘটন ছাড়াই সকাল ৮টায় ভোট শুরুর পর থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত নগরীর প্রায় সবগুলো কেন্দ্র থেকেই ভোটে বাধা, ব্যালট দখল, একজনের ভোট অন্যজনের দেয়ার অভিযোগ আসতে থাকে। কারচুপির প্রতিবাদ করতে গিয়ে গোলযোগ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সংঘর্ষের ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে নগরীর দুই কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ। সকাল ১০টার দিকে নগরীর সদর গালর্স স্কুল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণে কারচুপির অভিযোগ ও তা ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় পাশের সড়ক দিয়ে যাওয়া একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি আটকান মনীষা ও তাঁর সমর্থকরা। পরে বিজিবির একটি দল ওই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রটকে উদ্ধার করে। পরে ওই কেন্দ্রে হাজির হয়ে জাল ভোট ও কারচুপির প্রতিবাদ জানান এ মেয়র প্রার্থী।'

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণ

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' বিজয়ীদের হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহায়তায় ভোটারদের সামনে উপস্থাপন করে। এর উকেণশ্য ছিল ভোটাররা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন তা তুলে ধরা। নিশ্চয়ই ভোটাররা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র-সহ নব-নির্বাচিত সকল কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**১** **১০০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**১** **১০০%**
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	১২ ৪০%	৪ ১৩.৩৩%	৫ ১৬.৬৬%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৩ ৩৫.১০%	১৭ ১৮.০৮%	২০ ২১.১৭%	১৪ ১৪.৮৯%	৯ ৯.৫৭%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৪ ৪০%	৩ ৩০%	০ ০%	২ ২০%	১ ১০%	০ ০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৬ ৪৫.৭১%	৯ ২৫.৭১%	২ ৫.৭১%	৫ ১৪.২৮%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	৩৫ ১০০%
মোট বিজয়ী	১২ ২৯.২৬%	৫ ১২.১৯%	১২ ২৯.২৬%	৬ ১৪.৬৩%	৬ ১৪.৬৩%	০ ০%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৫০ ৩৬.৭৬%	২৭ ১৯.৮৫%	২২ ১৬.১৭%	২৩ ১৬.৯১%	১৩ ৯.৫৫%	১ ০.৭৩%	১৩৬ ১০০%

- বরিশাল সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'স্ব-শিক্ষিত' উল্লেখ করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (২৩.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ২ জনের (৬.৬৬%) এসএসসি এবং ১২ জনের (৪০%) জনের এইচএসসি, ৪ জনের (১৩.৩৩%) স্নাতক এবং ৫ জনের (১৬.৬৬%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৩ জনের (৩০%) এসএসসি, ২ জনের (২০%) স্নাতক এবং ১ জনের (১০%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৭ জনের (৪১.৪৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১৪ জন (৩৪.১৪%)। ৪১ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১২ জন (২৯.২৬%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২৬.৪৭% (১৩৬ জনের মধ্যে ৩৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৯.২৬% (৪১ জনের মধ্যে ১২ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৫৭.৩৫% (১৩৬ জনের মধ্যে ৭৮ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪১.৪৬% (৪১ জনের মধ্যে ১৭ জন)।
- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ৩.৩৩%	২৪ ৮০%	০ ০%	২ ৬.৬৬%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৪.২৫%	৬৯ ৭৩.৪০%	২ ২.১২%	৩ ৩.১৯%	১ ১.০৬%	৬ ৬.৩৮%	৯ ৯.৫৭%	৯৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ৭০%	১ ১০%	২ ২০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	৯ ২৫.৭১%	৩৫ ১০০%
মোট বিজয়ী	১ ২.৪৩%	২৫ ৬০.৯৭%	০ ০%	২ ৪.৮৭%	৭ ১৭.০৭%	২ ৪.৮৭%	৪ ৯.৭৫%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৪ ২.৯৪%	৭৯ ৫৮.০৮%	২ ১.৪৭%	৪ ২.৯৪%	১৯ ১৩.৯৭%	৮ ৫.৮৮%	২০ ১৪.৭০%	১৩৬ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জনই (৮০%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনই (৭০%) গৃহিণী। বাকী ৩ জনের মধ্যে ২ জন (২০%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৫ জনই (৬০.৯৭%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৫৮.০৮% (১৩৬ জনের মধ্যে ৭৯ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬০.৯৭% (৪১ জনের মধ্যে ২৫ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত বরিশালেও সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩. মামলা

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৯ ৩০%	১৭ ৫৬.৬৬%	০ ০%	৪ ১৩.৩৩%	৬ ২০%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩০ ৩১.৯১%	৪৬ ৪৮.৯৩%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	১৯ ২০.২১%	০ ০%	৯৪ ১০০%

বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ২০%	২ ২০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	১ ১০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ১১.৪২%	৩ ৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	২ ৫.৭১%	০ ০%	৩৫ ১০০%
মোট বিজয়ী	১১ ২৬.৮২%	১৯ ৪৬.৩৪%	০ ০%	০ ০%	৭ ১৭.০৭%	০ ০%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৩৭ ২৭.২০%	৫০ ৩৬.৭৬%	১ ০.৭৩%	১১ ৮.০৮%	২২ ১৬.১৭%	১ ০.৭৩%	১৩৬ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ'র বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই বা অতীতে ছিল না।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জনের (৩০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১৭ জনের (৫৬.৬৬%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় অতীতে মামলা ছিল ৪ জনের (১৩.৩৩%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১১ জনের (২৬.৮২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৯ জনের (৪৬.৩৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৭ জনের (১৭.০৭%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২৭.২০% (১৩৬ জনের মধ্যে ৩৭জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২৬.৮২% (৪১ জনের মধ্যে ১১ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ৩৬.৭৬% (১৩৬ জনের মধ্যে ৫০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৪৬.৩৪% (৪১ জনের মধ্যে ১৯ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১৬.১৭% (১৩৬ জনের মধ্যে ২২ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৭.০৭% (৪১ জনের মধ্যে ৭ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ০.৭৩% (১৩৬ জনের মধ্যে ১ জন), অতীতে ৮.০৮% এবং উভয় সময়ে ০.৭৩% এর বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলার মামলা থাকলেও নির্বাচিতদের এই ধারার মামলা নেই বা ছিল না।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার সামান্য বেশি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয়

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%০%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৩ ১০%	১২ ৪০%	৮ ২৬.৬৬%	৩ ১০%	২ ৬.৬৬%	০ ০%	২ ৬.৬৬%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৩ ১৩.৮২%	৪১ ৪৩.৬১%	২৩ ২৪.৪৬%	৫ ৫.৩১%	২ ২.১২%	০ ০%	১০ ১০.৬৩%	৯৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ৩০%	৫ ৫০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৮ ২২.৮৫%	১৮ ৫১.৪২%	১ ২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৮ ২২.৮৫%	৩৫ ১০০%

মোট বিজয়ী	৬ ১৪.৬৩%	১৭ ৪১.৪৬%	১০ ২৪.৩৯%	৩ ৭.৩১%	২ ৪.৮৭%	০ ০%	৩ ৭.৩১%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	২১ ১৫.৪৪%	৬২ ৪৫.৫৮%	২৫ ১৮.৩৮%	৬ ৪.৪১%	৩ ২.২০%	০ ০%	১৯ ১৩.৯৭%	১৩৬ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ বছরে ৮,৩১,৪০০ টাকা আয় করেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জন (৫০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৫৬.৬৬% (১৭ জন)। বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (৬.৬৬%)। বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থীরা হচ্ছেন ২১নং ওয়ার্ডের শেখ সাঈদ আহম্মেদ এবং ২০নং ওয়ার্ডের জিয়াউর রহমান। তাঁরা বছরে যথাক্রমে ৮০,৮২,৭৬০ টাকা ও ৭০,২৯,৯২৩ টাকা আয় করেন। ১০ জন (১০.৬৩%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনই (৮০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ১ জনকে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৯০% (৯০ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনের (৫৬%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ জন (৬৩.৪১%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন ২ জন (৪.৮৭%)।
- আয় উল্লেখ না করা প্রার্থীগণসহ বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৭৫% (১০২ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬৩.৪১% (২৬জন)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ৩ জন (২.২০%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুইজনই (৪.৮৭%) নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যভাবে দেখলে স্বল্প আয়ের ১০২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ২৬ জন (২৫.৪৯%) নির্বাচিত হলেও, অধিক আয়কারী ৩ জনের মধ্যে ২ জনই (৬৬.৬৬%) নির্বাচিত হয়েছেন।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৪ ৪৬.৬৬%	৯ ৩০%	০ ০%	৪ ১৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	৩০ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪২ ৪৪.৬৮%	২৪ ২৫.৫৩%	৬ ৬.৩৮%	৬ ৬.৩৮%	৫ ৫.৩১%	৪ ৪.২৫%	৭ ৭.৪৪%	৯৪ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৮ ৮০%	১ ১০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০%	১০ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৫ ৭১.৪২%	৭ ২০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৮.৫৭%	৩৫ ১০০%
মোট বিজয়ী	২২ ৫৩.৬৫%	১১ ২৬.৮২%	০ ০%	৪ ৯.৭৫%	২ ৪.৮৭%	১ ২.৪৩%	১ ২.৪৩%	৪১ ১০০%
মোট প্রার্থী	৬৮ ৫০%	৩৪ ২৫%	৬ ৪.৪১%	৬ ৪.৪১%	৬ ৪.৪১%	৫ ৩.৬৭%	১১ ৮.০৮%	১৩৬ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ'র সম্পদের পরিমাণ ৮,৮১,০০০ টাকা।

- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৪৬.৬৬% ভাগের (১৪ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। ৩ জন কাউন্সিলরের (৩০%) ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের মালিক ১৮নং ওয়ার্ডের মীর এ কে এম জাহিদুল কবির। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪০০ টাকা।

- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (৮০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদ উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই হার দাঁড়ায় ৯০% (৯ জন)।

- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জনের (৫৩.৬৫%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ জন (৫৬.০৯%)। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৩ জন (৭.৭১%)।

- আয় উল্লেখ না করা প্রার্থীগণসহ ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৫৮.০৮% (১৩৬ জনের মধ্যে ৭৯ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৬.০৯% (৪১ জনে মধ্যে ২৩ জন)। অপর দিকে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১১ জন (৮.০৮%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩ জন (৭.৩১%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

উল্লেখ্য, প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য নয়; বরং অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী উপরোক্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কমিশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সাড়া মেলেনি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ

পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট বিজয়ী/প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	০ ০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	০ ০%	৩ ১০%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	৩০ ১০০%	৫ ১৬.৬৬%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১ ১.০৬%	১১ ১১.৭০%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	২ ২.১২%	০ ০%	৯৪ ১০০%	১৬ ১৭.০২%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	০ ০%
মোট বিজয়ী	০ ০%	৩ ৭.৭১%	১ ২.৪৩%	০ ০%	১ ২.৪৩%	০ ০%	৪১ ১০০%	৫ ১২.১৯%

মোট প্রার্থী	১ ০.৭৩%	১১ ৮.০৮%	১ ০.৭৩%	১ ০.৭৩%	২ ১.৪৭%	০ ০%	১৩৬ ১০০%	১৬ ১১.৭৬%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহর কোনো ঋণ নেই।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৫ জন (১৬.৬৬%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই ঋণগ্রহীতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৫ জন (১২.১৯%) ঋণগ্রহীতা।
- নির্বাচনে মোট ১১.৭৬% ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১২.১৯%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি।

৭. আয়কর সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৭ ১০০%	৬ ৮৫.৭১%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	১ ৩.৩৩%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%	১০ ৩৩.৩৩%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৮ ১৯.১৪%	৩ ৩.১৯%	৯ ৯.৫৭%	২ ২.১২%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	১ ১.০৬%	৯৪ ১০০%	৩৫ ৩৭.২৩%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ৩০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১০০%	৩ ৩০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৫ ১০০%	৫ ১৪.২৮%
মোট বিজয়ী	৭ ১৭.০৭%	১ ২.৪৩%	২ ৪.৮৭%	১ ২.৪৩%	১ ২.৪৩%	১ ২.৪৩%	১ ২.৪৩%	৪১ ১০০%	১৪ ৩৪.১৪%
মোট প্রার্থী	২৬ ১৯.১১%	৩ ২.২০%	৯ ৬.৬১%	২ ১.৪৭%	২ ১.৪৭%	১ ০.৭৩%	৩ ২.২০%	১৩৬ ১০০%	৪৬ ৩৩.৮২%

- নবনির্বাচিত মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ ১,৫৩,১৯৪ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১০ জন (৩৩.৩৩%) করদাতা। করদাতা ১০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (২০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (৩৩.৩৩%) করদাতা।

- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৪ জন (৩৪.১৪%) করদাতা। এই ১৪ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ৭ জন (৫০%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৩ জন (২১.৪২%)।
- নির্বাচনে ৩৩.৮২% কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৪.১৪%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম। প্রসঙ্গত, যাঁরা শুধু প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়েছেন তাঁদের মনোনয়নপত্র ছিল অসম্পূর্ণ এবং বাতিলযোগ্য।

নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮ তে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। ১১৪টি কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী পেয়েছেন ১৪ হাজার ৯১ ভোট।

নির্বাচনে ২ লাখ ২৩ হাজার ৬৬৪ জনের মধ্যে ১ লাখ ৪২ হাজার ৭৮৫ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৬৪.০০।

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮: মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল				
ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোটের হিসাব	
			প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা
১.	সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ্	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৩৯,০৩৬	৬১.১৬
২.	মো. মজিবুর রহমান সরওয়ার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৪,০৯১	৬.৩০
৩.	মো. ইকবাল হোসেন	জাতীয় পার্টি	৭৬৪	০.৩৪
৪.	ওবাইদুর রহমান (মাহাবুব)	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	৬,৯৭৭	৩.১১
৫.	মনীষা চক্রবর্ত্তী	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)	২,০৪১	০.৯১
৬.	বশীর আহমেদ ঝুনু	স্বতন্ত্র	৮৭	০.০৩
৭.	আবুল কালাম আজাদ	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)	২৫৫	০.১১
মোট ভোটার			২,২৩,৬৬৪	
মোট প্রদত্ত ভোট			১,৪২,৭৮৫	
বৈধ ভোট			১৩৯,০৩৬	
বাতিল ভোট			৩,৭৪৯	
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার			৬৪.০০	

কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল

গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, ৩০টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে ২৩টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ১টিতে জাতীয় পার্টি এবং ২টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হন।

উল্লেখ্য, মেয়র পদে দলভিত্তিক নির্বাচন হলেও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হয় নির্দলীয়। তবে সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট কেউ একজনকে কাউন্সিলর পদে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে।

সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	১০,০৪০	মো. আমির হোসেন বিশ্বাস	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,১৫৮	সৈয়দ সাঈদুল হাসান মামুন	৯৯৭
২.	১০,৫২২	এডভোকেট এ কে এম মুরতজা আবেদীন	জাতীয় পার্টি	৪,৯৭৮	মো. আহসান উল্লাহ্	১,৯৩৯
৩.	৮,৩৮৯	আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান ফারুক	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,০৬৯	মো. মজিবুর রহমান মৃধা	১,৩৪৫
৪.	৯,২৮০	তৌহিদুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৯১৫	মো. ইউনুছ মিয়া	২,০৯৩
৫.	১২,৩৩৭	মো. কেফায়েত হোসেন রনি	স্বতন্ত্র	৩,৪৯১	শেখ আনোয়ার হোসেন ছালেক	২,৩৭০
৬.	৯,৮০১	খান মোহাম্মদ জামাল হোসেন	স্বতন্ত্র	২,২২০	এম ডি হাবিবুর রহমান	২,০৪৯
৭.	৮,২৫৪	মো. রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৭৬৬	সৈয়দ আকবর	২৬১
৮.	৪,৯৭২	মো. সেলিম হাওলাদার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,১৬৩	সুরঞ্জিত দত্ত	৮৫৪
৯.	৬,৭৩৬	মো. হারুন অর রশিদ	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,৭৫১	এ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান	১,৬০০
১০.	৬,৫৪৪	এ টি এম শহিদুল্লাহা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৩৪১	মো. জয়নাল আবেদিন হাওলাদার	১,৭৯৮
১১.	৮,৮৬৩	মজিবর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,০৩৭	মারুফ আহমেদ	১,৮১০
১২.	৪,৮২৮	মো. জাকির হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,২৮৫	আলহাজ্ব কে এম শহীদুল্লাহ	১,২২৭
১৩.	৫,৮২৩	মো. মেহেদী পারভেজ খান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৮৭৭	মো. মেজবাউল মোর্শেদ খান	১,১৮৬
১৪.	৬,৮০৬	তৌহিদুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,০৪৬	মো. শাকিল হোসেন	১,৫৯৬
১৫.	লিয়াকত হোসেন খাঁন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)					
১৬.	মো. মোশারেফ আলী খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)					
১৭.	৪,৯৩৪	মো. আকতার উজ্জমান গাজী (হিরু)	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,০৪০	মো. আনোয়ার হোসেন	৪৮০
১৮.	৪,৬১২	মীর এ কে এম জাহিদুল কবির	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,৩৪৭	মনিরুল ইসলাম	৬১২
১৯.	গাজী নঈমুল হোসেন লিটু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত					
২০.	৬,২৬০	জিয়াউর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১,৯২৩	এস এম জাকির হোসেন	১,৩২৫
২১.	৭,১৬৮	শেখ সাঈদ আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,২২৮	আলতাফ মাহমুদ	১,১৯৬
২২.	৯,০৪৫	আনিছুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৪২২	আ ন ম সাইফুল আহসান আজিম	৬৬৮
২৩.	১২,০১৬	এনামুল হক বাহার	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩,৫৬৪	এমরান চৌধুরী জামাল	৩,৪৪৩
২৪.	১২,৩৭০	শরীফ মো. আনিছুর রহমান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৬৭৪	মো. ফিরোজ আহম্মেদ	১,৮০৮
২৫.	১১,৩৮৩	এম সাইদুর রহমান জাকির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,৯৬৪	মো. জিয়াউদিন সিকদার জিয়া	৩৪৪
২৬.	৮,৭১৪	মো. হুমায়ুন কবির	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫,৯১৮	মো. ফরিদ উদ্দিন হাওলাদার	৬০৬
২৭.	৫,৮৩৯	মো. নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১,৯২২	মো. মনিরুজ্জামান হাওলাদার	১,০২৮
২৮.	৬,৫৫০	মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৫৬৩	মো. হুমায়ুন কবির	৬৩৯
২৯.	১১,১৮৬	মো. ফরিদ আহমেদ	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪,৯৫০	কাজী মনিরুল ইসলাম	২,০১৫
৩০.	৭,৬৫০	আজাদ হোসেন মোল্লা কালাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২,৪৮২	মো. খায়রুল মামুন	২,৩৮৪

সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল					
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী		নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	২৮,৯৫১	মিনু রহমান	৯,৬৮৭	নুরুন্নাহার বেগম পুষ্প	২,৫৪৫
২.	৩১,৪১৮	জাহানারা বেগম	৯,১৬৪	আলমতাজ বেগম	৫,৫৭৬
৩.	১৯,৯৬২	কোহিনুর বেগম	১১,২০৪	জোহরা	২,১১৭
৪.	আয়শা তৌহিদ লুনা (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)				
৫.	১৯,৬৪৬	ইসরাত জাহান	৫,০৮৩	মোসা. কামরুন্নাহার	৪,৬৬৪
৬.	১৪,৭২৬	গায়েত্রী সরকার	২,২৪৪	মজিদা বোরহান	২,০১১
৭.	২২,৪৭৩	সালমা আক্তার শিলা	৬,৯৭৮	রোকসানা বেগম	৫,৬৯৫
৮.	২৬,৯০০	রেশমী বেগম	৯,৫৪৪	সাবিনা ইয়াসমিন	২,৭৭৬
৯.	৩২,৪৬৭	সেলিনা বেগম	৭,৭৪৩	ডালিম বেগম	৭,৬৭৫
১০.	২৫,৩৮৬	রাশিদা পারভীন	৭,৭৫৪	মোসা. রোজী বেগম	৭,৩৯৬

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ

বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৮-তে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী -এর চেয়ে ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৪৫ ভোট বেশি পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন।

বিগত নির্বাচনে (২০১৩) বিএনপি সমর্থিত আহসান হাবীব কামাল পেয়েছিলেন ৮৩ হাজার ৭৫১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ সমর্থিত শওকত হোসেন হিরণ পান ৬৬ হাজার ৭৭১ ভোট। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ছিল ১৭ হাজার ১০ ভোট।

২০১৩ এবং ২০১৮ সালের উভয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বিগত নির্বাচনের (২০১৩) সালের তুলনায় এবার ৭২ হাজার ২৬৫ ভোট বেশি পেয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ২০১৩ সালের তুলনায় এবার ৬৯ হাজার ৬৬০ ভোট কম পেয়েছেন। তবে এবারের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে এবারের নির্বাচনে অন্য কোনো দল থেকে কেউই উল্লেখযোগ্য পরিমাণের ভোট পাননি।

প্রসঙ্গত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোটাররা শুধুমাত্র দল বা প্রতীক বিবেচনায় নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, এর পাশাপাশি প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা-সংকটও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

বরিশাল-সহ তিন সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা। নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিইসি বলেন, 'সব মিলিয়ে নির্বাচন ভালো হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট। কিছু অনিয়ম ছাড়া বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানে তো আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এছাড়া যে সব কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ এসেছে, তা তদন্ত হবে।'

বরিশাল সিটিতে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সব মেয়র প্রার্থী ভোট বর্জন করেছে, এ ব্যাপারে ইসির বক্তব্য চাইলে চাইলে সিইসি সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা তো তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে অনিয়ম তো সেখানে হয়েছে। তার জন্য আমরা ১৫টি কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল স্থগিত করেছি। এটা তো বড় ধরনের শঙ্কা। এ ছাড়া অন্যগুলোর ব্যাপারে আমরা ওই রকম অনিয়মের ব্যাপারে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে কিছু পাইনি।'

বরিশালের ভোট বয়কট করা প্রার্থীরা পুনরায় ভোট গ্রহণের লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনে। এটা আপনারা কীভাবে দেখছেন, জবাবে সিইসি বলেন, 'তারা আবেদন করেছেন আমরা সেটা জেনেছি। কিন্তু পুনরায় ভোট গ্রহণ করার মতো অবস্থা আমরা সেখানে পাইনি।'

রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নির্বাচনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল-সহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বলে দাবি করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'তিন সিটিতে বিএনপি নির্বাচনের জন্য অংশ নেয়নি। তাদের উকেণশ্যই ছিল, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বহির্বিশ্বে সরকারের ইমেজ নষ্ট করা। বিএনপি তিন সিটি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার নামে অভিনয় করেছে। তারা আগেই ঠিক করে রেখেছে, সকালে কী বলবে, বিকেলে কী বলবে। বিএনপি অনিয়মের যে অভিযোগগুলো করছে, সেগুলো তারা আগে থেকেই লিখে রেখেছিল।'

ওবায়দুল কাদের বলেন, কেউ যদি প্রতিযোগিতা ভেস্তে দিতে মাঠে নামে, তাহলে কি কিছু করার থাকে? কেউ যদি স্রেফ অভিযোগের পসরা সাজিয়ে মিথ্যাচার শুরু করে, পরাজয়ের জন্য নিজের ক্ষেত্র তৈরি করতে মরিয়া থাকে এবং নির্বাচনকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়, তাহলে কী করার আছে?'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বিকেল চারটায় ভোট শেষ হওয়ায় পাঁচ মিনিট আগে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'গাজীপুর ও খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অল্প কিছু লোক ভোট দিতে পারলেও এই তিন সিটি নির্বাচনে সেটিও সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের আগে আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম, একটি অবৈধ সরকার ও তার আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন থাকলে নির্বাচন, ভোট ও মানুষের ভোটাধিকার যে নির্বাসনেই থাকবে, নির্বাসন থেকে যে প্রত্যাবর্তন করবে না, সেটা অক্ষরে অক্ষরে আপনারা দেখেছেন।'

দিনভর সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার কোনো সংবাদ পাননি জানিয়ে রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে আওয়ামী লীগ ভোটের লেবাসে নির্বাচনের লেবাসে কীভাবে তাদের নাৎসিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছে; জনগণ তা আজ দেখেছে।

রিজভী বলেন, 'অন্যান্য সময় পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় সরকারি দলের ক্যাডাররা তাণ্ডব করত। আর এবার পুলিশ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে। ওদেরকে আর সেই দায়িত্বে রাখেনি। নিজেরাই দেখাচ্ছে যে কতখানি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে পারি। তার নজির আমরাই সৃষ্টি করছি। ...আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছে পুলিশ। তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনেই একচেটিয়া পুলিশ

কর্তৃক নৌকা মার্কায় সিল মারার ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান হয়েছে।' এ সময় তিন সিটির বিভিন্ন কেন্দ্রে বিএনপির কর্মীদের ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ও এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভী।

৩১ জুলাই ২০১৮, রাজধানী ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বরিশাল ও রাজশাহী সিটি নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে বলেন, গাজীপুর ও খুলনার মতো এই তিন সিটিতে ভোট চুরি বা কারচুপি নয়, ভোট ডাকাতির 'মহোৎসব' হয়েছে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে তামাশায় পরিণত করা হয়েছে।'

মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, বরিশাল ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি। দলটি ওই দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন চেয়েছে বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) মেয়রপ্রার্থী ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী-সহ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়। এক বিজ্ঞপ্তিতে দলটির পক্ষ থেকে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

৩০ জুলাই রাতে গণমাধ্যমে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বরিশালে বাসদের মেয়রপ্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ দলের নেতাকর্মীদের ওপর সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী হামলা, ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালট পেপারে সিল মারা, জালভোট প্রদান, ভোট কেন্দ্র থেকে বাসদসহ বিরোধী সব প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, সিলেটে ভোটারদের ওপর গুলিবর্ষণসহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনেই ব্যাপক কারচুপি, কেন্দ্র দখল, হামলা, ব্যালটে সিল মারার ঘটনা এবং কমিশনের নির্লজ্জ ব্যর্থতার প্রতিবাদে বাসদের উদ্যোগে ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ এবং বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

পর্যবেক্ষক সংস্থার মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া/মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি। তবে ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স (ফেমা) প্রধান মুনিরা খান বাংলা ট্রিবিউনককে বলেন, 'জাতীয় নির্বাচনের আগে আমরা যে ত্রুটিবিহীন ও সুন্দর নির্বাচন প্রত্যাশা করেছিলাম, এই তিন সিটি নির্বাচনে (বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট) সেটা আমরা দেখতে পাইনি। এককথায় বলতে পারেন, আমাদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মধ্যে বেশ গ্যাপ রয়ে গেছে।'

‘সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর মূল্যায়ন

২০০২ সালে ‘সিটিজেন্‌স ফর ফেয়ার ইলেকশন্‌স’ নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশের পর নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের ‘সুজন’-এর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে, অর্থাৎ পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এমনকি জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ‘সুজন’ ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করে থাকে ‘সুজন’। তবে, নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত না থাকায় ওই দিনের খবরাখবরের জন্য সাংগঠনিক উৎসের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে হয় ‘সুজন’কে।

সারাদেশের সচেতন মানুষদের মত বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের দিকে নজর রেখেছিল ‘সুজন’। সঙ্গত কারণেই গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনের দিকেও দৃষ্টি ছিল ‘সুজন’-এর। নিম্নে গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ‘সুজন-এর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বরিশাল সিটি নির্বাচন সম্পর্কে সুজন-এর মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো:

প্রচারণার দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ সব সময় এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মজিবর রহমান সরওয়ারের প্রচার-প্রচারণাও ছিল দৃশ্যমান। তবে নির্বাচনের প্রচারণা শেষ হওয়ার দুই তিন দিন আগে থেকে মাঠ চলে যায় আওয়ামী লীগের দখলে। প্রচারণার শেষ দিনে দৃশ্যত মজিবর রহমান সরওয়ার মাঠেই নামতে পারেননি; পক্ষান্তরে সাদিক আব্দুল্লাহ পথসভার নামে আচরণবিধি ভঙ্গ করে করেন বিশাল সমাবেশ। পুলিশি হয়রানি বরিশালেও ছিল, তবে রাজশাহীর মত ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যদিও দলের তিনশত নেতা-কর্মীর বাড়িতে পুলিশি হানার অভিযোগ করে বিএনপি। দলটি দাবি করে যে, গ্রেপ্তার আতঙ্কে দলের অনেক নেতা-কর্মীই ছিলেন এলাকাছাড়া।

নির্বাচনের দিনে বরিশালে এতটাই অনিয়ম হয়েছে যে, এটিকে নির্বাচন বলাই অনুচিত বলে মনে করেন অনেকে। সকাল থেকেই কোনো কোনো ভোটকেন্দ্রে মেয়র পদের ব্যালট পেপারে দেয়া হয়নি। যে সকল কেন্দ্রের মেয়র পদের ব্যালট পেপার দেয়া হয় সেখানে তাদের প্রকাশ্যে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচুর বহিরাগত নেতা-কর্মী আনা হয় বরিশালে এবং কেন্দ্র দখল করে নৌকা প্রতীকে সিল দেয়া হয়। কোনো কোনো ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থীরাও এই অবৈধ সুযোগ নেন। তারা নৌকা মার্কায় সিল দেয়ার পাশাপাশি নিজ প্রতীকেও সিল মারেন। এই সকল অনিয়মের প্রতিবাদে বেলায় ১১টায় বিএনপি প্রার্থী মজিবর রহমান সরওয়ার, বাসদ প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী, জাতীয় পার্টির প্রার্থী ইকবাল হোসেন, সিপিবি প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রার্থী ওবাইদুর রহমান মাহাবুব নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। প্রকাশ্য সিলমারা ঠেকাতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন মেয়র প্রার্থী মনীষা চক্রবর্ত্তী। ভোট বর্জনের ঘোষণা আসার পর কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কমে যায়। যদি প্রদত্ত ভোটের হার দেখানো হয় ৬৪ শতাংশ। অনিয়মের অভিযোগে ১৫টি কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন।

পরবর্তীতে প্রথম দফায় ৩০টি কেন্দ্রে এবং দ্বিতীয় দফায় আরও ২৬টি ভোট কেন্দ্রে (মোট ৫৬টি) অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগে তদন্তে নামে কমিশন। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে তদন্ত কমিটি সুপারিশ-সহ তাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর জমা দেয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ১৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নয়টি কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণ (কাউন্সিলর পদে) অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, তদন্ত শেষে নির্বাচনের দুই মাস ৩ দিন পর বরিশাল সিটি করপোরেশনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

‘সুজন’ মনে করে, সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী ও বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে খুলনা মডেলের পুনরাবৃত্তি বহুলাংশে ঘটেছে। খুলনা মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো: আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীনদের প্রধান প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা; বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা; নির্বাচনের দিনে জোর-জবরদস্তি করা ও নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার থাকা। একইসাথে উন্নয়নের নামে ভোটারদের ‘জিম্মি’ করাও ছিল একটি নির্বাচন কৌশল।

তবে, পুলিশকে ব্যবহার করে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মাঠছাড়া করার বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচনার মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন। ফলে তফসিল ঘোষণার পর পরই আদালতের রায়ের সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশন তিনটি সিটিতেই নির্বাচনের পূর্বে মামলা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার না করার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়, যা কাজ করেনি। কেননা, নির্দেশনা প্রদানের পর

বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন মামলা হতে দেখা যায় সিটিগুলোতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন মামলার অজ্ঞাতনামা আসামীর দেখিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে দেখা গেছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার লিখিত বক্তব্য দেন। তাঁর লিখিত কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

'৫টি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল বরিশালের। সকালে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম বেশ ভালো ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে বিভিন্নমুখী অনিয়ম শুরু হয়। বেলা ১১টার মধ্যে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়, এভাবে ভোট গ্রহণ চলতে পারে না। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারকে আমি জানাই, বরিশালের ভোট কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া প্রয়োজন। একপর্যায়ে কমিশনারদের সবাই ভোট বন্ধ করার বিষয়ে একমত হলেও নির্বাচন বন্ধ করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে কি না এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে কি না, ভেবে নির্বাচন বন্ধ করা থেকে আমরা বিরত থাকি। ইতিমধ্যে ছয়জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজন তাঁদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন এবং একজন প্রার্থীই প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে বিজয়ী হন।

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে পরে নির্বাচন কমিশনের যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তার সামনে রিটার্নিং কর্মকর্তা যে বক্তব্য দেন, তার কিয়দংশ তুলে ধরছি: 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী প্রার্থীদের পুলিশ কর্তৃক অযাচিতভাবে হয়রানি করা হয়েছে। আবার সরকারি দলের প্রার্থীর আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনায় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, উল্টো বিরোধী প্রার্থীর প্রচার-প্রচারণায় পুলিশের অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে।' অন্যদিকে নির্বাচনের সার্বিক পর্যালোচনায় তদন্ত কমিটির বক্তব্য: 'বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না এবং ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার এ বিষয়ে আন্তরিক ছিলেন না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তায় কোনো পুলিশ সদস্য নিয়োগ দেননি। ভোটকেন্দ্রসহ নির্বাচনী এলাকায় অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল নাজুক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুসরণ করেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভোটকেন্দ্রে ও ভোটকেন্দ্রের বাইরে প্রচুর বহিরাগতের অবস্থান ছিল।'

প্রসঙ্গত, বরিশাল-সহ তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন কেমন হলো, সে সম্পর্কে মতামত জানার জন্য নির্বাচনের দিন দুপুরের পর (৩০ জুলাই ২০১৮) 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে প্রশ্ন করা হয় যে, 'রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কি?' ১,১০৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯.৫২% (১০৫ জন) বলেছেন– হ্যাঁ এবং ৯০.৪৮% (৯৯৮ জন) বলেছেন– না। যদিও এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত জরিপ ছিল না; তবুও নির্বাচন যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, তার দৃষ্টান্ত এ থেকে পাওয়া যায়।

নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন'-এর উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহের উকেণশ্য ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** সুজন-এর পক্ষ থেকে গত ১৩ জুলাই ২০১৮, বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাতজন মেয়র প্রার্থীর ছয়জনই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র মেয়র প্রার্থীদের নিয়েই নয় বরিশালে ১০টি ওয়ার্ডে (৪, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ২২, ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়েও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় সুজন। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষ্যত কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেছেন; তেমনি ভোটাররাও তাঁদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করেন, ভোটাররাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ নেন।
- **সংবাদ সম্মেলন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে ২৩ জুন ২০১৮ তারিখে বরিশালে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান, সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত আহ্বান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ২৫ জুলাই ঢাকায় আরেকটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে তিনটি (বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট) সিটি করপোরেশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।
- **মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে একযোগে বরিশালে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয় অশ্বিনী কুমার মিলনায়তন (টাউন হল)-এর সামনে। মানববন্ধন থেকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে তাঁদের দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয় এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। একইভাবে যে সকল ওয়ার্ডে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়।
- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র অতীতের মত সুজন-এর ওয়েবসাইটে (www.shujan.org; www.votebd.org) সন্নিবেশিত করা হয়।
- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে বরিশাল সিটিতে প্রচারণা চালানো হয়।
- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে বরিশাল সিটি করপোরেশনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচারণা চালানো হয়। একটি সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে পুরো সিটি করপোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার কাজটি করে। উল্লেখ্য, বরিশালে সাত দিন এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।
- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** তফসিল ঘোষণার পর থেকে 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। পেইজটিতে মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারও আপলোড করা হয়। এছাড়াও বরিশাল মহানগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের তথ্যাদি, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি আপলোড করা হয়। বরিশাল-সহ তিন সিটি নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত এই ক্যাম্পেইনে সর্বমোট ৫ লাখ ৫ হাজার ৬০৭ জন ভিউয়ার্স সম্পৃক্ত হন।

শেষকথা

নির্বাচনের পূর্বে আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বরিশাল, সিলেট ও বরিশাল এই তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনই সর্বশেষ বড় নির্বাচন। তাই, এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা যাবে; আর এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তবে নেতিবাচক বার্তা যাবে এবং জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে কি-না, তা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেবে। কিন্তু ৩০ জুলাই বরিশাল-সহ তিন সিটিতে যেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে 'সুজন'-এর প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি সচেতন নাগরিকদের। ফলে আস্থাহীনতা বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি।

'সুজন' মনে করে, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনগুলো যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে (সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি) নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য করণীয়সমূহ সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে; যাতে সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থিত্ব স্বীকারকারী সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে সকলে একটি জাতীয় সনদ বা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। উক্ত জাতীয় সনদে নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচনের পর কখন কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, কার কী ভূমিকা হবে, সরকার গঠন করলে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে, বিরোধী দলে থাকলে সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য কী ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, সনদের শর্ত ভঙ্গ করলে কী হবে তা উল্লেখ থাকবে। এগুলোর পাশাপাশি আইনি ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন সংক্রান্ত সব কিছুকেই নির্বাচন কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে।

উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণসাপেক্ষে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করা সম্ভব বলে 'সুজন' মনে করে। 'সুজন' আশা করে যে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নিশ্চয়ই আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো।

আলোকচিত্রে বরিশাল সিটি করপোরেশন-২০১৮ উপলক্ষে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রম

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন (২৩ জুন ২০১৮, বরিশাল)

'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন (২৫ জুলাই ২০১৮, ঢাকা)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (১৩ জুলাই ২০১৮, বরিশাল)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (১৩ জুলাই ২০১৮, বরিশাল)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (২১ জুলাই ২০১৮, ১৭নং ওয়ার্ড, বরিশাল)

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভোটারদের একাংশ (২২নং ওয়ার্ড, বরিশাল)

অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা (২৮ জুলাই ২০১৮, বরিশাল)

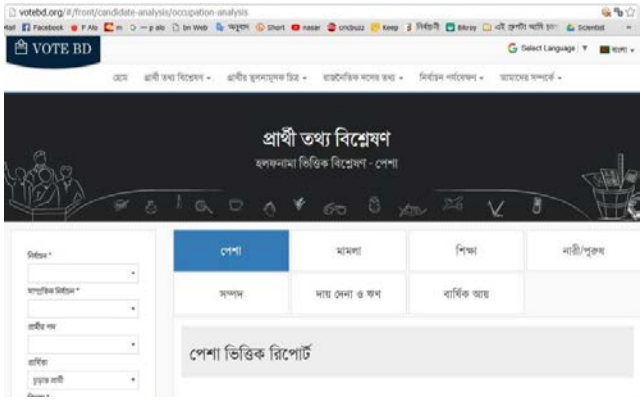

সুজন পরিচালিত ভোট বিডি ওয়েবসাইটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সন্নিবেশন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রচারণা

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. বাংলাপিডিয়া
৪. www.erajshahi.gov.bd
৫. নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল (১৯২০-২০১৬), প্রান্ত প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৬. www.votebd.org
৭. সমকাল, ২১ জুলাই ২০১৮
৮. সমকাল, ২২ জুলাই ২০১৮
৯. বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৪ জুলাই ২০১৮
১০. বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর.কম, ২৯ জুলাই ২০১৮
১১. যায় যায় দিন, ১৯ জুলাই ২০১৮
১২. কালেরকণ্ঠ, ১১ জুলাই ২০১৮
১৩. আমাদের নতুন সময়, ২৫ জুলাই ২০১৮
১৪. বিবিসি বাংলা, ৩০ জুলাই ২০১৮
১৫. প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১৮
১৬. প্রথম আলো, ৩১ জুলাই ২০১৮
১৭. যুগান্তর, ৩১ জুলাই ২০১৮
১৮. ঢাকাটাইমস, ৩১ জুলাই ২০১৮
১৯. সংগ্রাম, ৩০ জুলাই ২০১৮
২০. প্রিয় ডটকম, ০৪ অক্টোবর ২০১৮
২১. এনটিভি, ০২ অক্টোবর ২০১৮
২২. www.jagonews24.com, ৩০ জুলাই ২০১৮

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

মেয়র প্রার্থীর অঙ্গীকার

মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি-

১. **আমি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কাজ করবো। নির্বাচনে টাকার প্রভাব খাটানো ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবো। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কিনবো না। নির্বাচনী আচরণবিধি-সহ সকল প্রকার বিধি-বিধান মেনে চলবো।**

২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরকে নিয়ে আমি যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সিটি করপোরেশন পরিচালনা করবো।**

৩. **নির্বাচনে পরাজিত হলে গণরায় মাথা পেতে নেব এবং বিজয়ী মেয়রসহ নির্বাচিত পরিষদকে মহানগরের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করবো।**

৪. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের সম্পদ বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করবো।** উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিধি ও বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সরকারি বরাকণ ও অনুদানের ওপর নির্ভর না করে সিটি করপোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবো এবং কর আদায়ের উপর জোর দেব।

৫. **নির্বাচিত হলে আমি খাদ্য, বস্ত্র ,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সামাজিক পুঁজি গঠন তথা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো।** পাশাপাশি সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমাদের সমাজে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধিতার সংস্কৃতির পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয়ভাবে সমস্যা সমাধানসহ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগী হবো।

৬. **নির্বাচিত হলে আমি স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করবো।** সিটি করপোরেশনকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। পাশাপাশি বছরভিত্তিকভাবে জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় জনগণের সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবো। ৬ মাস পর পর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে নতুন কর্মপদ্ধতি হাতে নেব। স্থানীয় ও জাতীয় কার্যক্রম এবং সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট থাকবো।

৭. **নির্বাচিত হলে আমি জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণীত বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে সিটি করপোরেশনের বাজেট প্রণয়ন করবো এবং উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করে বাজেট ঘোষণা করবো।** প্রতি অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত বাজেট ঘোষণা করবো।

৮. **নির্বাচিত হলে আমি সকল কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবো।** দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করবো। জনগণের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে কাজ করবো। বছরে কমপক্ষে একবার কাজের জবাবদিহিতার জন্য জনগণের মুখোমুখি হবো।

৯. **নির্বাচিত হলে আমি নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সিটি করপোরেশনের সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করবো।** ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, খুন, ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপ-সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবো।

১০. **নির্বাচিত হলে আমি মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবো এবং তাদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো।**

১১. **নির্বাচিত হলে আমি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের আত্মনির্ভরশীলতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবো এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।** সরকারি-বেসরকারি সুযোগ কাজে লাগাতে তাদের সহযোগিতা করবো।

১২. **নির্বাচিত হলে আমি সিটি করপোরেশনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসহ মহানগরের সৌন্দর্য বর্ধনে সচেষ্ট থাকবো।** দখলকৃত ভূমিসহ সকল ধরনের জলাশয় দখলমুক্ত করবো। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং যে কোন প্রকার পরিবেশ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

১৩. **নির্বাচিত হলে আমি প্রতিবছর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদ, আয়-ব্যয় ও দায়-দেনার হিসাব প্রকাশ করবো।**

আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে আমার এ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতাই হবে আমার অনুপ্রেরণা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয়।

নামঃ **স্বাক্ষরঃ** **তারিখঃ**

ঠিকানাঃ

বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিয়ে

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান

ভোটারদের শপথ

আমি এই মর্মে শপথ করছি যে,
ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে
সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত
প্রার্থীর সপক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করব।

অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে
অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে
ভোটাধিকার প্রয়োগ করব না।

দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, মিথ্যাচারী, যুদ্ধাপরাধী,
নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী,
ঋণ খেলাপী, বিল খেলাপী,
ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালো টাকার মালিক
অর্থাৎ কোনো অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে
ভোট দেব না, দেব না, দেব না।